যায় যায় দিন (পৃঃ ১৩) তাং ২৭/১১/১৬

স্বল্প অলোক সংবেদনশীল হওয়ায় দেরিতে লাগালেও ভালো ফলন দেয় ব্রি ধান৩৪

স্বর্ণার পরিবর্তে আবাদ হচ্ছে ব্রি ধান৩৪

এমএ আলম বাবলু

রংপুর বিভাগের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণার পরিবর্তে ব্রি ধান৩৪ আবাদ হচ্ছে। পার্বতীপুরসহ বিভিন্ন স্থানে চলতি আমন মৌসুমে ব্রি ধান৩৪, বিআর ৫, জিরাভোগ ও বাদশাভোগ জাতের ধান কৃষক চাষ করছেন। এর আগে এসব আবাদি জমিতে চাষিরা ভারতীয় স্বর্ণা ধানের চাষ করতেন। চলতি আমন মৌসুমে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর, দিনাজপুর সদর, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ, বিরামপুর, বিরল এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জসহ বিভিন্ন উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত ব্রি ধান৩৪, বিআর ৫সহ স্থানীয় জাতের সুগন্ধি ধান কৃষকের জমিতে এখন শোভা পাচ্ছে। চাষ করা এই ধান বিভিন্ন এলাকায় এই জাতগুলো স্বর্ণা ধানের স্থলে ৬০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে। পার্বতীপুর উপজেলার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে ৮০ ভাগ জমিতে ব্রি ধান৩৪ জাতের ধান চাষ করেছেন। আগে এসব জমিতে ভারতীয় স্বর্ণা আবাদ করতেন।

ব্রি ধান৩৪-এর চাল সুগন্ধযুক্ত, পোলাও এর জন্য খুবই সুন্দর, দাম বেশি এবং ফলন অনেক ভালো হওয়ায় কৃষক এ জাতটি চাষে ঝুঁকে পড়েছেন। তাছাড়া রোগবালাই সহনশীল হওয়াও একটি প্রধান কারণ বলে জানান তারা। ব্রি ধান৩৪ সুগন্ধিযুক্ত ও চিকন হওয়ায় প্রচুর পরিমাণে চাল বিদেশে রফতানি হচ্ছে। বাজারে এ ধানের চাহিদা ও দাম দুটিই বেশি। ব্রি ধান৩৪ সম্পর্কে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউ (ব্রি) রংপুর অঞ্চলের প্রধান ড. মো. আবু বকর সিদ্দিক সরকার জানান, ভারতীয় স্বর্ণা ধানের জায়গায় ব্রি ধান৩৪ প্রতিস্থাপনের বিষয়টি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। স্বর্ণা ধান খুবই রোগবালাই সংবেদনশীল হওয়ায় খোলপোড়া, পাতাপোড়া, ব্লাস্ট, ফলস স্মার্ট রোগ এদেশীয় ধানের জাত বিআর ১১, ব্রি ধান৪৯ এ ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়। তিনি আরও বলেন, সুগন্ধি চাল রফতানির জন্য সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত কৃষকদের ব্রি ধান৩৪ আবাদে বেশি করে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ব্রি ধান৩৪ স্বল্পমাত্রার অলোক সংবেদনশীল হওয়ায় দেরিতে লাগালেও ভালো ফলন পাওয়া যায়। এর জন্য রাসায়নিক সার খুব কম লাগে। ফলন হেক্টরপ্রতি সাড়ে ৩ থেকে ৪ মেঃ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ ধান ... গ্রন্থা... তারিখ...... গাজীপুর